বাউল চর্চা এবং ইতালি

একটি আন্তঃসাংস্কৃতিক ইতিহাস

ক্যারলা এরিকা লোরা

ইতালিতে মিলনমেলা আয়োজিত বাউলসংগীত পরিবেশনা

Baul Studies and Italy

The Brief History of an Intercultural Interaction

Carola Erika Lora

Abstract

Several scholars on Bauls have nowadays turned their attention towards the global and transnational influence of Baul music and philosophy outside of Bengal. This article aims to bring a little contribution in this direction through the presentation of the ways in which the awareness about the Baul tradition arrived in Italy, my homeland. The arrival of Baul performances in Italy and the historical analysis of the intercultural communication between Italian scholars, intellectuals, musicians, and Bauls, can be inserted in the theoretical framework of the study of "folklore out-of-context", or "staged folklore". When indigenous traditions leave their native context and land in an alien environment, the intercourse that is created between different social groups never happens in an indirect and unmediated way. Particular agents (patrons, publishers, holders of institutional power, etc.) are often responsible for the management of such intercourse. These agents operate particular selections, following their own agenda, and decide, among the broad spectrum of cultural aspects that can be represented, what is to be shown/printed/recorded, what is to be omitted, or highlighted. These "politics of (cultural) representation" are at play also in the field of the Baul tradition out-of-context. In each foreign country, the mechanisms of cultural representation, selection and omission at work construct, as a result, a particular collective idea about Bauls. The goal of this article is to show what is the constructed collective idea of "Baul" diffused among Italian audiences and readerships and how this idea reiterated particular assumptions and misconceptions, through the brief story of the cultural. Interactions between Italy and the Bauls of Bengal.

বঙ্গবিদ্যার জগতে বাউল চর্চা এমন একটা গবেষণার ক্ষেত্র—যা ক্রমবর্ধমানভাবে গত বিশ বছর ধরে অনেক উন্নত হয়েছে। সেটা শুধু এশিয়ান তথা বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিবঙ্গের প্রতিষ্ঠান এবং গবেষকদের দ্বারা হয় নি, পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গার গবেষকরা বাউল-ফকিরদের নিয়ে মূল্যবান কাজ করেছেন এবং করছেন। বাউল-ফকিরদের গান, দর্শন এবং সাধনার প্রভাব যে অন্যান্য দেশে পৌঁছেছে সেটা আমরা *ভাবনগর : ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব বেঙ্গল স্টাডিজ* পড়ে স্পষ্ট করে বুঝতে পারি; কারণ, বাউল চর্চা সম্বন্ধে মার্কিন, ইংরেজ, জাপান আর নানা দেশের গবেষকগণ তাঁদের প্রবন্ধ *ভাবনগরে* প্রকাশ করেছেন।

সাত সমুদ্র পারের সমাজ, সংস্কৃতি আর ইতিহাসের দিক থেকে ভিন্ন দেশের লোকজন কীভাবে বাউল-ফকিরদের গান ও লোকগীতি সম্পর্কে আকর্ষিত হয়েছেন—এ প্রশ্নটা আমাকে অনেকেই করেন। এই প্রশ্নের উত্তর সহজও নয়, আবার অনন্যও নয়। বাউল ধর্মের চেতনা এক এক দেশে এক এক ভাবে প্রচারিত হয়েছে। বিদেশের সমাজে সেটা বিশিষ্ট পথের মধ্য দিয়ে ঢুকেছে আর বিভিন্ন মাত্রায় তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে। যেমন, ফ্রান্সে পবন দাস বাউলের কনসার্ট আর মিন্টু সেনের বইগুলোর মাধ্যমে একটা সাংস্কৃতিক সেতু তৈরি হয়েছে—যার ভেতর দিয়ে সেখানকার স্থানীয় লোকদের জন্য বাউলের দর্শন অভিগম্য হয়ে উঠেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমাজে সেই সাংস্কৃতিক সেতু বানিয়েছেন পূর্ণ দাস বাউল। সেখানকার বুদ্ধিজীবী, কবি আর শিল্পীদের সহযোগিতায় এই কাজটি সম্ভব হয়েছে।

এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হচ্ছে—ইতালি এবং বাংলার বাউলদের আন্তঃসম্পর্ক প্রসঙ্গে একটা ছোট ইতিহাস উপস্থাপন করা। এ লক্ষ্য মনে রেখে সবচেয়ে আগে আমি যাদের উৎসাহ আর প্রচেষ্টায় বাংলার বাউলশিল্পীদের ইতালির বিভিন্ন শহরে ও মঞ্চে সংগীত পরিবেশনার জন্য আনা হয়েছে—তাঁদের নিয়ে আলোচনা করবো।

বাউলের দর্শন আর সংগীতের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ইতালির অনেক লেখক আর গবেষক অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে গিয়ে ফিল্ড ওয়ার্ক করেছেন আর বাউলগুরুদের কাছ থেকে গান আর তত্ত্ব শিখেছেন। দেশে ফিরে তাঁরা ইতালিয়ান ভাষায় নৃতাত্ত্বিক প্রবন্ধ আর গ্রন্থ লিখে প্রকাশ করেছেন। যারা ইতালিয়ান ভাষা না-জেনে বাউল

চর্চার ক্ষেত্রে কাজ করেন তাঁদের দ্বারা ইতালিয়ান ভাষায় যা চর্চা হয়েছে এবং যারা চর্চা করেছেন—এ প্রবন্ধে তাঁদের লেখার বিস্তারিত তথ্য দেবো। তাছাড়া, যত অলিখিত তথ্য ইতালিতে পাওয়া যায়, যেমন—রেকর্ডেড বাউল সিডি, তথ্যচিত্র ইত্যাদি—সেগুলো নিয়েও আলোচনা করবো।

লোকসংস্কৃতির পদ্ধতি বিজ্ঞান অনুসারে এই প্রবন্ধে "ফোকলোর আউট অফ কনট্যাক্স" বা "স্টেজড ফোকলোর" (Moser 1962; Reddy 2004)-এর ব্যাপার নিয়ে আমরা প্রথমেই কিছু বুঝে রাখতে পারি। কারণ, আমাদের প্রধান বিষয়টা হচ্ছে—বাঙালি লোকসাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের একটি বিশেষ বস্তু বা উপাদানের স্বাভাবিক পরিস্থিতি ছেড়ে অন্য দেশে ভ্রমণ করে থাকে—তা আলোচনা করা। তবে, বিদেশের মঞ্চে পৌঁছে বাউল-ফকিরদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য কতটা সত্যতা, প্রামাণিকতা বা অকৃত্রিমতা রক্ষিত হয়, সেই "অথেন্টিসিটি" (Bendix 1997)-র ধারণাসঙ্গত সমস্যা নিয়ে আলোচনায় আমরা খুব বেশি আগ্রহী নই। 'আসল বাউল' বা 'সাজা বাউল' কাকে বলে—সেটা নির্দিষ্ট করার কাজে কোনো গবেষকের আধিকার নেই। আধুনিক ফোকলোর তত্ত্ব হতে এই ভাবনা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি—একটি দেশজ বা লোকঐতিহ্য যখন নিজের পরিবেশ থেকে বাইরের শ্রোতা, দর্শক এবং পাঠকদের কাছে তার পরিচয় দেয়, তখন সেই প্রক্রিয়া কখনো সরাসরি হয় না। কারো মধ্যস্ততায় তা হয়। এক্ষেত্রে তা আন্তর্জাতিক আন্তঃসাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের এজেন্ট দ্বারা নির্মিত হয়। সেই এজেন্টরা সাংস্কৃতিক উপাদানের মধ্য থেকে নির্বাচন করেন—দর্শককে কী দেখাতে হবে, কী বর্জন করতে হবে, আবার কোনটা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে। এই নির্বাচন আর প্রতিনিধিত্বের ক্রিয়াপ্রণালীকে আমরা বলি "politics of (cultural) representation" (Bendix 1997: 188)। উপরিউক্ত বিষয়গুলি বাউলদের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয়। কোন কোন বাউল ইউরোপ যাওয়ার নিমন্ত্রিত হয়েছেন, কোন কোন পদকর্তার গান অনূদিত হয়েছে, কী কী ধরনের গান রেকর্ডেড হয়েছে—এ সমস্ত নির্বাচনের ফলে অন্য দেশের সমাজে 'বাউল' বলে একটা ধারণা গড়ে উঠেছে। আসলে, প্রত্যেক দেশের এই দেখানোর বৈশিষ্ট্য অনুসারে সে দেশের মানুষের কাছে বাউলদের সম্পর্কে কিছু ধারণা গড়ে উঠেছে। অতএব, এই ধারণা আন্তঃসাংস্কৃতিক নীতি ও বিবিধ এজেন্ট (পৃষ্ঠপোষক, গবেষক, নাট্য-পরিচালক ইত্যাদি) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই প্রবন্ধের মধ্যে ইতালিতে বাউলদের সম্পর্কে যা ধারণা নির্মিত হয়েছে—তাতে কোথায় আর কেন ভুল ধারণা তৈরি হয়েছে—এই সাংস্কৃতিক বিনিময়ের ইতিহাস পড়ে পাঠকরা সহজে তা উপলব্ধি করতে পারবেন।

২

ইতালি আর বাংলার বাউলের সম্পর্কের ইতিহাস বর্ণনা করতে গেলে আমাদের অবশ্যই অবনী বিশ্বাস স্থাপিত নাট্য সংস্থা "মিলন মেলা" দিয়ে শুরু করতে হয়। অবনী বিশ্বাস কলকাতার একজন নাট্যপরিচালক। উনি অনেক বছর ধরে উদ্ভাবনী নাট্যকলার আচার্য জের্জি গ্রতোস্কির সঙ্গে (১৯৩৩-১৯৯৯) কাজ করেছেন। জের্জি গ্রতোস্কি নিজে বাউল গান আর দর্শনে গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি (অবনী) ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে রোম

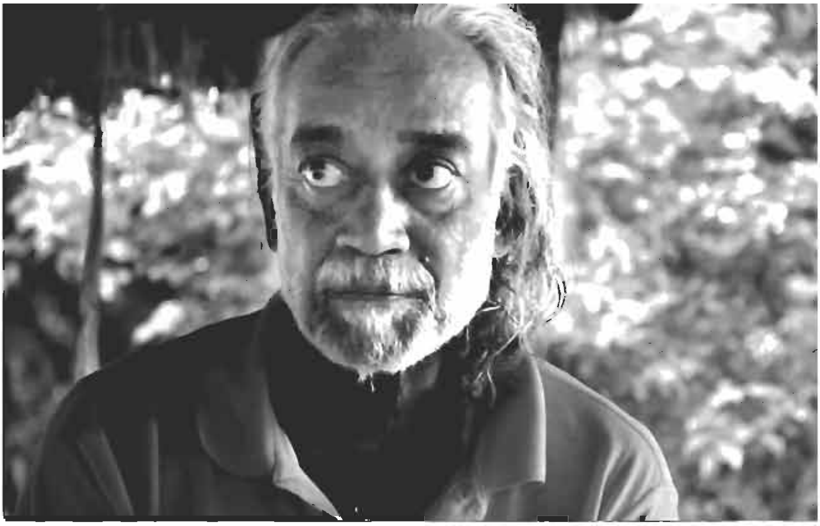

জের্জি গ্রেতোস্কির শিষ্য ইতালিতে বাউলগান আয়োজনের অন্যতম সংগঠক অবনী বিশ্বাস

ইউনিভার্সিটিতে নাট্য নৃবিজ্ঞান নিয়ে প্রচুর বক্তৃতা দিয়েছেন। তিনি সম্ভবত প্রথম ইতালিয়ান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাউল-ফকির সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন।

গ্রতোস্কির প্রবর্তিত "উৎসের নাট্য" (Theatre of the sources. See Grimes 1981)-র সঙ্গে জড়িত হয়ে অবনী বিশ্বাস অন্যান্য ভারতীয় ধ্রুপদী ও লোকশিল্পীদের সঙ্গে বাউল শিল্পীদের বিদেশে নেবার ব্যবস্থা করেন। বাংলার বাউলদের ইতালিতে ভ্রমণ ও অনুষ্ঠান করার জন্য সাহায্য করেন অবনীর ইতালিয়ান স্ত্রী এলেওনোরা কাতুরেল্লি।

অবনী বিশ্বাসের 'মিলন মেলা'য় প্রায় তিরিশ বছর ধরে অন্তত একজন বাউল গায়ক ইতালির অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। তবে, প্রত্যেক বছরে ইতালিতে মিলন মেলার অনুষ্ঠানে সাধারণত ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বাউলশিল্পীরাই গান-বাজনা করেন। ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দে অবনী পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রথম নিয়ে গিয়েছেন দুইজন বাউলশিল্পীকে, তাঁরা হলেন—সুবল গোঁসাই আর গোপাল দাস বাউল। ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দে অবনী উপরিউক্ত দুইজন গায়কের সঙ্গে একজন তবলা আর খোল বাদককে ইতালিতে নিয়ে যান—যার নাম কালিপদ অধিকারী, তিনি পাখি নামেই বেশি পরিচিত। তিনি ইতালিয়ান মেয়েকে বিয়ে করে এখন পর্যন্ত প্রত্যেক বছর ছয় মাস ইতালিতে থাকেন আর বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠান করেন, বিশেষ করে সিসিলিয়ান ব্যান্ড "মিলাগ্রো আকুস্তিকো"র জন্য তবলা আর অন্যান্য পের্কাশন যন্ত্র বাজান। বোব সাল্মিয়েরি থেকে স্থাপিত "মিলাগ্রো আকুস্তিকো"র পরীক্ষামূলক সংগীতের নানা সিডি-তে পাখির বাজনা শোনা যায় ।

১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে রোম ইউনিভার্সিটির প্রোফেসর ফেররুচ্চো রেমোত্তি বীরভূম থেকে বিখ্যাত বাউল শিল্পী গৌর ক্ষ্যাপাকে নিমন্ত্রণ করেন। কনসার্ট ছাড়াও গৌর ক্ষ্যাপা রোমে গিয়ে ওয়ার্কশপের সময় ছাত্র ছাত্রীদের বাউল সুর, গান আর বাউল গানে আনুষঙ্গিক যন্ত্র

নাট্যনির্দেশক ও নাট্যতাত্ত্বিক জের্জি গ্রেতোস্কি যখন ভারতে, তিনি বাংলার বাউল গানের প্রেমে পড়েছিলেন

বাজাতে শিখিয়েছিলেন। তিনি (গৌর ক্ষ্যাপা) ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দে জয়দেব মেলা থেকে ফিরে যাওয়ার রাস্তায় গাড়ির দুর্ঘটনায় মারা যান। তাঁর জীবন নিয়ে লাডলি মুখোপাধ্যায়ের "ক্ষ্যাপার মন বৃন্দাবন" নামক তথ্যচিত্র বেরিয়েছে ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দে।

বাউলশিল্পীরা ইতালিতে অনুষ্ঠান করার প্রসঙ্গে আমাকে অনেকবার গল্পচ্ছলে বলেছেন—ইতালিতে গিয়ে তাঁদের গাঁজা সেবা নিতে একটু অসুবিধা হয়েছে। সারা রাতের অনুষ্ঠানে গান করতে গেলে অনেক বাউলের তামাক খাওয়ার দরকার হয়। কিন্তু গাঁজা ইতালিতে অবৈধ মাদকদ্রব্য বলে সহজে আর অল্প পয়সায় পাওয়া যায় না।

১৯৮৮ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত 'মিলন মেলা' নাট্যদলের সঙ্গে বহুসংখ্যক বাউল বিভিন্ন শহরে আর গ্রামে ঘুরে ওদের আনন্দময় সাধনসংগীত শুনিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বোলপুরের নিত্যগোপাল দাস বাউল, আনন্দ গোপাল দাস বাউল, লক্ষ্মণ দাস বাউল, আর নবদ্বীপের তিনকড়ি। তিনকড়ির অনেক ইতালিয়ান ভক্ত এবং বন্ধু আছে। তিনি গত বছর নদীয়া জেলায় দেহত্যাগ করেছেন।

অবনী বিশ্বাসের দলের সঙ্গে ইউরোপে গিয়ে নিত্যগোপাল, সুবল গোঁসাই এবং পাখি নামকরা একটা ইতালিয়ান সাউন্ড রেকর্ডিং স্টুডিওতে গান রেকর্ডিং করার সুযোগ পেয়েছেন। ফ্লোরেন্সের "আমিয়াতা রেকর্ডস" বলে একটা প্রশংসনীয় স্বাধীন রেকর্ডিং কোম্পানি ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনজন বাউলশিল্পীর গান নিয়ে "A Man of Heart – Music from India" নামক একটা সিডি প্রকাশ করেছে।

নারায়ণ চন্দ্র অধিকারী ও তার বাউল দল, ছবি: পিএত্রো সিল্‌ভেস্ত্রি

মিলন মেলা আয়োজিত এক ওয়ার্কশপের মধ্যদিয়ে বাউলশিল্পী নারায়ণ চন্দ্র অধিকারীর সঙ্গে পিএত্রো সিল্‌ভেস্ত্রির আলাপ হয়েছিল। পিএত্রো সিল্‌ভেস্ত্রি একজন ইতালিয়ান নৃবিজ্ঞানী। তিনি নারায়ণ চন্দ্র অধিকারীর শিষ্য হয়ে প্রায় দশ বছর ধরে বীরভূমে এসে থাকতেন। ঐ সময়ে তিনি গুরুর কাছ থেকে বাউল গান গাইতে এবং দোতারা বাজাতে শিখেছিলেন। পিএত্রো সিল্‌ভেস্ত্রি ইতালিয়ান ভাষায় একটা নৃতাত্ত্বিক পত্রিকার জন্য বাউলের ধর্ম ও লোকসংগীত নিয়ে এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছেন (Silvestri 2010)। তাছাড়া, তিনি অপ্রকাশিত একটা তথ্যচিত্র নির্মাণ করেছেন। চলচ্চিত্রের শিরোনাম “নারায়ণ চন্দ্র দাস অধিকারী উদাস বাউল”। পিএত্রো সিল্‌ভেস্ত্রির কয়েকটি প্রকল্প বীরভূমের বাউল সংস্কৃতিকে ইতালিয়ান জনগণের কাছে সফলভাবে প্রদর্শিত করতে পেরেছে। সেগুলো তাঁর ওয়েবসাইট দেখে পাঠকরা জেনে নিতে পারেন। পিএত্রো সিল্‌ভেস্ত্রি ছাড়াও সেবাস্তিয়ানা পাপা (১৯৩২-২০০২) একজন ইতালিয়ান মহিলা। তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়কে তাঁর তোলা ছবি এবং ভিডিও-র মাধ্যমে বিশ্বে পরিচিতি দিয়েছেন। ইতালিয়ান টিভি চ্যানেল রাই ত্রে-র জন্য তিনি ভারতীয় আধ্যাত্মিক পরম্পরা নিয়ে কিছু সংবাদ-সরবরাহ করেছেন—যাতে বাউল গান আর তত্ত্ব নিয়ে তিনি অনেক কিছু দেখিয়েছেন।

মিলন মেলা এবং রোম ইউনিভার্সিটির কর্মোদ্যোগ ছাড়াও বর্তমানে আলাদা আলাদা বাউলশিল্পীরা নিজের ইচ্ছা আর পরিকল্পনায় ইতালিতে আসতে আরম্ভ করেছে। বীরভূমে

যুগল সাধক সত্যানন্দ দাস বাউল এবং তাঁর সঙ্গিনী হরিদাসী ইতালিতে সংগীত পরিবেশন করেন

১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন পূর্ণ দাস বাউল, যাকে 'বাউল সম্রাট' উপাধি দেওয়া হয়েছে। তিনি এবং তাঁর বাউল দল ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে ইতালির প্রধান প্রধান শহরে বাউল গান শুনিয়েছেন। ফ্লোরেন্সে গিয়ে তাঁরা আন্তর্জাতিক লোকসংগীতের উৎসব 'ফ্লগ ফেস্টিভালে' অংশগ্রহণ করেছেন। ফ্লগ ফেস্টিভালের ওয়েবসাইটে বাউল সংগীতের ভূমিকা হিসেবে ইতালিয়ান দর্শকদের জন্য কিছু তথ্য দেওয়া আছে। তাতে লেখা হয়েছে যে, "বাউল সংস্কৃতির অনুসারে বাউলরা বিয়ে না করে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ায় আর জীবনের জন্য প্রার্থনা করেন।" ইতালিতে বাউলদের যে ধরনের ছবি অঙ্কিত হয়েছে তাতে বোঝা যায়—বাউল মানে সংসার ত্যাগী, বৈরাগী আর একক সাধক। এই ধারণা পুনরায় শক্তিশালী করে ১৯৮৮ থেকে ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত যারা ইতালিতে বাউল গান করতে গিয়েছেন তাঁরা সবাই একক পুরুষ। তাঁরা সবাই গৃহী হলেও বউ বা সঙ্গিনী সাথে না-নিয়ে একা একা ইতালিতে গান পরিবেশন করতে গিয়েছেন। এই কারণে ইতালিতে একটা প্রতীতি রয়েছে যে, বাউল শিল্পী মানে পুরুষ, অবিবাহিত আর ত্যাগী।

অবশ্য, এই ধারণাকেও বেঠিক বলে দেখিয়েছেন—যুগল সাধক সত্যানন্দ দাস বাউল এবং তাঁর সঙ্গিনী হরিদাসী। ২০১৪ আর ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দে অনুষ্ঠান করতে ইতালির বিভিন্ন মন্দির, থিয়েটার আর সাংস্কৃতিক সংগঠনে তাঁদের গান শুনে শ্রোতারা মুগ্ধ হয়েছেন।

রোম থেকে অল্প দূরে থিয়েটার পটলাক আয়োজিত বাৎসরিক নাট্য উৎসব ফ্লিপ্ত (Festival Laboratorio Internazionale di Pratiche Teatrali)-এ অংশগ্রহণ করেছেন নাম করা বাউলশিল্পী পার্বতী দাস বাউল। তিনি ২০১৩ আর ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দে ইতালিতে অনুষ্ঠান করেছেন আর ইতালিয়ান আভিনেতা, সুরকার, নর্তক এবং গায়কের সঙ্গে বাউল গান নিয়ে একটা ওয়ার্কশপ করেছেন ।

ইতালির রোমে বাংলাদেশের রনি আকতার পরিচালিত শিশুদের বাউলসংগীত পরিবেশন, ছবি: স্টেফানো রোমানো

আপাতত আমরা লক্ষ করতে পেরেছি যে, যারা ইতালি আর বাউলের মধ্যে একটা সাংস্কৃতিক বিনিময়কে উৎসাহিত করেছেন তাঁরা ইতালিয়ান কোনো নাট্য বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিংবা পশ্চিমবঙ্গের শিল্পী, বা নাট্যপরিচালক। কিন্তু একথা বেশ বিস্ময়কর—বাংলাদেশী প্রবাসীদের মধ্যে ইতালিতে বাউল-ফকির গায়ক আনার জন্য তেমন কোনো লক্ষণীয় প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয় নি। ১৯৯০ দশক থেকে ইতালির বাংলাদেশী অভিবাসী কমিউনিটি ক্রমে ক্রমে বেড়ে গিয়েছে (Knights 1996; Quattrocchi 2003; Priori 2012)। আজকাল মোটের উপর ১ লাখ ১৩ হাজার বাংলাদেশী ইতালিতে নিয়মিতভাবে বসবাস করেন (সূত্র : wikipedia)। অবৈধভাবে ইতালিতে কাজকর্ম করেন এর দ্বিগুণেরও বেশী মানুষ।

রোমের বাংলাদেশী কমিউনিটি প্রত্যেক বছর প্রচুর ধার্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করেন। দুর্গাপূজা আর পয়লা বৈশাখের সময় বাংলাদেশ থেকে অনেক বিখ্যাত গায়ক আর গায়িকাকে নিমন্ত্রণ করা হয়। কিন্তু বাউল-ফকিরদের ভেতর থেকে আজ পর্যন্ত কোনো শিল্পী আমন্ত্রিত হন নি। তবে, বাংলাদেশের রনি আক্তার ২০১১ খ্রিষ্টাব্দে রোমে একটা বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন এবং সেই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে রোমে তিন দিনের লালন আন্তর্জাতিক উৎসব ২০১১ আয়োজন করেন। আমি নিজে সেই আয়োজনে সহযোগিতা করেছিলাম। কিন্তু লক্ষ্যণীয় বিষয়, সেই উৎসবেও বাংলাদেশ হতে নিমন্ত্রিত হয়ে কোনো বাউলশিল্পী অংশগ্রহণ করেননি। উল্লেখ্য, ২০১১ খ্রিষ্টাব্দের পর অর্থসাহায্যকারী সংস্থার অভাবে বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানটির উদ্যোগে ইতালির রোমে আর কোনো লালন উৎসব হয় নি।

দীর্ঘদিন চলিত একটা স্থির আন্তঃসম্পর্ক থাকলেও আজকাল বেশীরভাগে ইতালিয়ান লোকের কাছে বাউল-ফকির গান অচেনা রয়েছে। তবুও এই আন্তঃসম্পর্ক থেকে দুই দেশের

গীতবাদ্যকরদের সহযোগিতা করে ফিউশনের দুএকটা নমুনা হয়ে উঠেছে (eg. Giuliano Modarelli আর পবন দাস বাউল)। আজকাল ইতালিয়ান ভাষায় নানা রকম প্রকাশিত প্রবন্ধ, অনূদিত বই আর গবেষণামূলক পুস্তক প্রাপ্তিসাধ্য হয়—যা দিয়ে অনুসন্ধিৎসু পাঠক বাউল মত ও তাঁদের আচারানুষ্ঠান সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে ও পড়তে পারেন।

৩

এবারে বাউল সম্বন্ধে ইতালিয়ান ভাষায় সে সকল একাডেমিক রচনা আছে—তা নিয়ে কালানুক্রমে আলোচনা করবো। ইতালিতেও বাউল গানের সঙ্গে বুদ্ধিজীবী আর গবেষকদের পরিচয় হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মাধ্যমে। ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের *মানুষের ধর্ম* (১৯৩১) শীর্ষক গ্রন্থটি ইতালিয়ান ভাষায় প্রথম অনূদিত হয় (see Tagore 1961); এরপর সেটি আবার নতুন করে অনূদিত হয় ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে (see Tagore 1998)। উপর্যুক্ত গ্রন্থের শেষে সংযোজিত অংশে বাউল সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সুদীর্ঘ একটা প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে।

ইতালিয়ান ভাষায় প্রথম যে গবেষক বাউল গীতি ও দর্শন নিয়ে যথাযথভাবে গবেষণামূলক কাজ করেছেন তিনি হলেন প্রোফেসর ফাব্রিজিও ফেররারি (Ferrari 2002, 2012)। ফাব্রিজিও ফেররারি ভেনিস ইউনিভার্সিটিতে সংস্কৃত হিন্দি উর্দু আর ফার্সি ভাষা নিয়ে পড়াশোনা করেছেন এবং লন্ডন থেকে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তিনি মূলত ভারতের পশ্চিমবঙ্গের লোকদেবতা ধর্মরাজ আর শীতলা নিয়ে গবেষণা করেছেন (Ferrari 2010, 2014)। ইতালিয়ান ভাষায় তাঁর ২০০২ খ্রিষ্টাব্দে বাউল নিয়ে "মাঠের ওপার যেখানে মাটি লাল" (Oltre i Campi Dove la Terra è Rossa) প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থের মাধ্যমে ইতালিয়ান পাঠক পশ্চিমবঙ্গের বাউল জীবন ও রীতিনীতি এবং বাউল মতের ইতিহাস সম্পর্কে সম্পূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য ধারণা লাভ করতে পেরেছেন। তাঁর পর্যবেক্ষণ গতে

ইতালিতে সুবলদাস বাউল, পাখি ও তিনকড়ি বাউল গানের অনুষ্ঠান

বোঝা যায়—মধ্যযুগের সহজযান, বৈষ্ণব এবং সুফি ধর্ম থেকে অনুপ্রাণিত হলেও বাউল ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে আর্য পূর্ব যুগে। এই ধারণায় প্রমাণ হলো—ধর্ম ঠাকুরের জন্য রচিত সাহিত্যের মতো বাউল গানেও ঈশ্বরকে নিরাকার আর নিরঞ্জন নামে বলা হয় (Ferrari 2002)। ফেররারির মতে—বাউল ধর্মের উৎসেও সূর্য আর শূন্যের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন রয়েছে। এ ধরনের বিচার-বিশ্লেষণ আমরা বাউল চর্চার সাহিত্যে খুব কম পাই।

উল্লিখিত গ্রন্থের অনেক বছর পরে প্রোফেসর ফেররারি ইংরেজিতে বাউল নিয়ে একটা প্রবন্ধ লিখেছেন, তার শিরোনাম "Mystic rites for permanent class conflict: the Bauls of Bengal, revolutionarist ideology and post-capitalism" (Ferrari 2012)। এই লেখায় তাঁর বিচার অত্যন্ত মৌলিক। সমকালীন বাউলদের মধ্যে তিনি দুটো শ্রেণি নিশ্চিত করেছেন। এক শ্রেণিতে আসল সাধক বাউল পড়ে, তাঁরা বেশীরভাগে গরীব আর প্রান্তিক—গান বিক্রি করে তাঁরা অর্থ উপার্জন করে না; অন্য শ্রেণিতে ট্যাগরিয়ান বাউল বা পেশাদার গায়ক পড়ে, আধুনিক মরমী সংগীতের বাজারে টিকে থাকতে তাঁরা নিজের চারিত্রিক অখণ্ডতা বিক্রি করে ফেলেছে।

আগে কথিত পিএত্রো সিল্ভেস্ত্রির প্রবন্ধের (Silvestri 2010) তাত্ত্বিক ভিত্তি হল প্রোফেসর ফেররারির বই। সিল্ভেস্ত্রি নিজের ফিল্ড ওয়ার্ক অভিজ্ঞতা হতে পশ্চিমবঙ্গের বাউল-ফকির গীতি, তত্ত্ব ও দর্শন নিয়ে নানা রকম তথ্য জানান। তাঁর মতানুসারে বাউল আর ফকিরের মধ্যে একমাত্র তফাৎ হল—ফকিররা মুসলমান গ্রামে বা পরিবারে জন্মান। তিনি ফিল্ড ওয়ার্কের সময় লক্ষ করেছেন—ফকিররা শুধু সাদা পোশাক পরেন, প্রায়ই ডুগি ব্যবহার করেন আর বেহালা বাজান (Silvestri 2010: 128)। তাঁর প্রবন্ধে বাউল সংগীতের অনুসারী বাদ্যযন্ত্রের বর্ণনা করেছেন। আমরা সাধারণত যাকে বাঁয়া বলি—তিনি তাকে বলেছেন ডুগি (ibid. 138)। তিনিও সমকালীন বাউল নিয়ে মোহমুক্ত ও নিরাসক্ত হয়ে বলছেন—আজকাল উদাসীন বাউল আর নেই, অধিকাংশ বাউল যাযাবর না হয়ে বিয়ে করে সংসার পাতেন এবং "সাধারণ জীবন যাপন করেন" (ibid. 132)। এই জায়গাতেও দেখা যাচ্ছে যে, সাধারণ মানুষের কল্পনায় বাউল হল—একজন অবিবাহিত, স্থায়ী অবাসহীন, সন্ন্যাসী এবং আজকাল বাউল শিল্পীরা হল বিকৃত আর অসৎ। ফোকলোরের নিয়মবিষয়ক বিদ্যার ক্ষেত্রে আমরা এই মনভঙ্গিকে বলি—devolutionary theory (Dundes 1969)। সেটা না-মেনে আমরা যদি আসল আর নকলের বৈষম্যমূলক বিচার না-করি, তাহলে দেখা যাবে—সমাজবিজ্ঞানীর চোখে এই দুই প্রকার সমানভাবে গবেষণাযোগ্য।

সিল্ভেস্ত্রি এবং ফেররারি দুজনার লেখায় একটা সমস্যা রয়েছে। কোনো সুনির্দিষ্ট গুরুমুখী পরম্পরার কথা না বলে, কোনো বিশিষ্ট বা স্থানীয় গুরুকুলের বর্ণনা না করে, তাঁদের অতি সর্বজনীন আর ব্যাপকভাবে বাউল সম্বন্ধে আলোচনা করতে দেখা গেছে। তবে, বাউল-ফকিরদের দর্শন আর সাধনা কোনো একক সম্প্রদায়ের সীমানার মধ্যে বেঁধে রাখা সম্ভব না। কেননা, তাঁরা এক এক পথ এক এক নিয়ম, রীতি, সাধনপদ্ধতি এবং বিশ্বাস বজায় রাখেন। যেমন—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে 'আদি বাউল' বললে (Silvestri 2010: 126)

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের সন্ন্যাসী দাস বাউলের সঙ্গে ইতালির গবেষক ক্যারোলা এরিকা লোরার সংগীত পরিবেশন

অনেকে একমত হবেন, আবার অনেকে প্রতিবাদ করবেন। দুজনের লেখায় বোঝা যায়, তাঁরা বেশীরভাগে বীরভূমের বৈষ্ণব-বাউলের সঙ্গে ফিল্ড ওয়ার্ক করেছেন, কিন্তু সে-কথা কোথাও পরিষ্কারভাবে লেখেন নি। আমার মতে, বাউল আর ফকির নিয়ে আজকাল যদি নতুন কিছু যথাযথ বৌদ্ধিক কাজ করতে চাই, তাহলে মন দিয়ে একটা সাধকের গোষ্ঠীকে আমাদের বিশ্লেষণ করতে হবে। যেমন—শক্তিনাথ ঝা বিশেষ করে মুর্শিদাবাদের ফকির নিয়ে লিখেছেন (Jha 1999), জান অপেনশো নদীয়া জেলার রাজ কৃষ্ণের পরম্পরা নিয়ে আলোচনা করেছেন (Openshaw 2004), আর তাঁদের উদাহরণ অনুসরণ করে আমি নিজে ভবা পাগলার ভক্ত আর শিষ্যের কমিউনিটি নিয়ে গবেষণা করেছি (Lorea 2015)। এই পদ্ধতি ব্যবহার করে যে সুনির্দিষ্ট তথ্য দেওয়া যায় তা আমি বেশী বিশ্বাসযোগ্য ও মূল্যবান বলে মনে করি।

এবার গবেষণাধর্মী রচনার জগত ছেড়ে অনূদিত সাহিত্যের প্রতি নজর দেওয়া যাক। ২০১০ খ্রিষ্টাব্দ হতে বিপুল সংখ্যক বাউল গান অনূদিত আকারে ইতালিয়ান ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। সম্মানিত ক্যাথলিক ফাদার মারিনো রিগন (তিনি ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে ইতালি ভিচেঞ্জা শহরে জন্ম গ্রহণ করেন) ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দ হতে বাংলাদেশে বসবাস করেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের "মানুষের ধর্ম" আর ফকিরদের "মনের মানুষ" তত্ত্ব দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। ২০১০ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর অনূদিত লালন-সংগীতের বই *আমার প্রিয় লালন গীতি* [I Canti di Lalon] ঢাকার প্রান্তিক হতে প্রকাশিত হয়েছে। তাতে নির্বাচিত পঞ্চাশেক

ফাদার ম্যারিনো রিগন

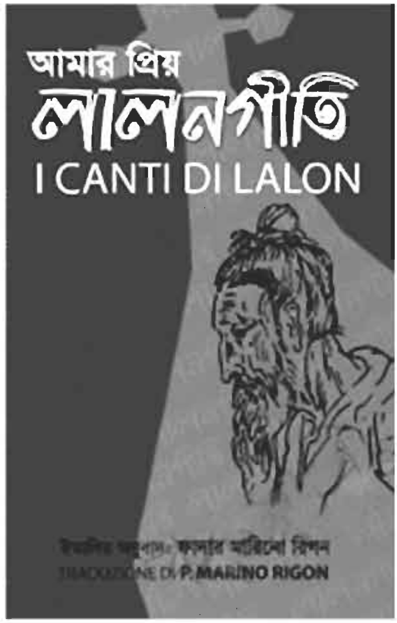

ইতালিয় ভাষায় অনূদিত লালনগীতি বইয়ের প্রচ্ছদ

লালন ফকিরের গান বাংলা এবং ইতালিয়ান ভাষায় ছাপা হয়েছে। অনুবাদগুলো অত্যন্ত সুন্দর। মাঝেমধ্যে গানের কথাকে একটা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ—তিনি "মনের মানুষ"কে ইতালিয়ান ভাষায় Uomo del cuore (ingl. Man of heart) বলেছেন। ফাদার রিগন ফুটনোটে বুঝিয়ে দিয়েছেন—এই ধারণা খ্রিষ্টধর্মে holy ghost-এর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ (Rigon 2010)।

নিম্নে লালন সাঁইজির "সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে" গানটির ফাদার রিগনকৃত ইতালিয়ান অনুবাদ উদ্ধৃতি করছি—

Con questi miei occhi
non ho visto la forma della razza.
Il musulmano si distingue per la circoncisione;
per la donna musulmana che cosa è scritto?
Chi è bramino lo prova con il cordone sacro;
Come posso conoscere la donna bramina?
Chi porta l'amuleto, chi il rosario:
per questo è diversa la razza?
Dove sta il segno della razza
per chi viene e va dal mondo?

Nel buco, l'acqua si chiama acqua del pozzo;
l'acqua del fiume si chiama acqua del Gange;
in realtà l'acqua non è diversa:
diventa diversa per il contenitore.
Per tutto il mondo si parla di razza
e la gente si vanta in molte guise.
Ho venduto i cocci della razza
in sette mercati.

মারিনো রিগনের চমৎকার আন্তঃসাংস্কৃতিক সাহিত্য-কর্ম ছাড়া "Ritmi Italiani" (ইতালিয়ান তাল) নামক কলকাতায় ছাপা পত্রিকায় অনেক বাউল গান অনূদিত হয়েছে, ২০১১ এবং ২০১২ সংখ্যায় তা প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে পশ্চিমবঙ্গের কয়েকজন ইতালিয়ান শিক্ষিকা লালন সাঁই, ভবা পাগলা আর বিভিন্ন পদকর্তার গান বাংলা থেকে ইতালিয়ান ভাষায় অনুবাদ করেছেন, এই অনুবাদকদের মধ্যে বিশেষভাবে এলেওনোরা কাতুরেল্লির নাম উল্লেখযোগ্য। এই প্রসঙ্গে এ সব অনুবাদকের কাজ সঠিকভাবে মূল্যায়ন করার জন্য এই কথা মনে রাখা উচিত—বাউল গানের অনেক শব্দ ইতালিয়ান ভাষায় অনুবাদ করা প্রায় অসম্ভব। ইতালিয়ান কাব্যিক এবং ধার্মিক শব্দকোষে বাউল জগতে জড়িত শব্দ যেমন 'সাধনা', 'আরোপ', 'অনাহত' ইত্যাদি একেবারে নেই। অনুবাদ করতে গেলে অনুবাদকের দায়িত্ব অত্যন্ত নির্দিষ্ট ও স্পর্শকাতর শব্দ খুঁজে প্রয়োগ করা। তাছাড়া, বাউল গানের এক অর্থ হয় না, একই গানের আলাদা আলাদা অর্থের নানা স্তর ও তার সহাবস্থান থাকে। এই রকম পলিসেমিক গানের মর্ম অন্য একটা ভাষায় কিভাবে ব্যক্ত করা যায়? এ ক্ষেত্রেও অনুবাদকের অবস্থান খুব কঠিন; কারণ, গানের নানা অর্থের স্তরের মধ্যে শুধু একটাকে নির্বাচন করে তিনি অনুবাদ করতে পারেন।

অবশেষে এ আলোচনাটি সমাপ্ত করার জন্য একটা তথ্যনির্দেশ বাকি আছে। ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে ইতালির একটা হিন্দু আশ্রমে জড়িত লক্ষ্মী পাবলিশিং হাউস হতে সেলিনা থিয়েলেমানের একটা বই প্রকাশিত হয়েছে—যেখানে বাউল গান আর দর্শন নিয়ে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় (Thielemann 2012)। সেলিনা থিয়েলেমান একজন এথনো-মিউজিকোলজিস্ট। দক্ষিণ এশিয়ার সঙ্গীততত্ত্ব আর ভক্তির গান নিয়ে তাঁর কয়েকটা গবেষণামূলক বই ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত। লেখিকা আর পূর্ণ দাস বাউলের মধ্যে অনেক বছর ধরে একটা আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। তাঁর ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত আর্মোনিয়ে যোগা গান শীর্ষক গ্রন্থে সাধনার প্রসঙ্গ যুক্ত রয়েছে।

৪

বঙ্গবিদ্যার ক্ষেত্রে ইতালিতে নানা বিশেষজ্ঞদের কাজ রয়েছে। এই প্রবন্ধে আমার প্রধান বক্তব্য—প্রত্যাশা করি বাউল চর্চার ব্যাপারে ইতালি ও বাংলার বাউল জগতের মধ্যে যথেষ্ট সংযোগ হয়েছে, এবং আরও হবে। প্রত্যেক বছর মিলন মেলায় যোগ দানের জন্য বাউল

গায়কগণ আগের মতোই ইতালিতে আসতে থাকবেন; তাছাড়া, স্বাধীনভাবেও বাউল দল ইতালিয়ান প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় ইতালিতে এসে তাঁদের গান পরিবেশন করবেন। এই সংযোগের ফলে একটা পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার প্রমাণ আমরা দুজনের বিএ থিসিস থেকে পাই—২০০৯ খ্রিষ্টাব্দে রোম ইউনিভার্সিটিতে বাউল নিয়ে একটা থিসিস লেখেন ভিতা মারিয়া কামার্দা, তিনি তাঁর থিসিসের জন্য বিএ ডিগ্রি পেয়েছেন এবং এর পরের বছর কিয়ারা কার্কানো বাউলের উপরে একটা এথনো-মিউজিকোলজিকেল থিসিস লিখে মিলান ইউনিভার্সিটি থেকে বিএ ডিগ্রি পেয়েছেন। পরবর্তী কালে ইতালিয়ান বিদ্যার্থী থেকে এই জাতীয় আর কোনো গবেষণা খুঁজে পাওয়া কঠিন। সরকারের আর্থিক সমস্যার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক সাহায্য অনেক কমে গিয়েছে। আগে রোম ইউনিভার্সিটির ওরিয়েন্টাল স্টাডিস বিভাগে বাংলা ভাষা দু'বছর কোর্সে পড়ানো হত, এখন এক বছরের কোর্সও আর নেই। আশা করা যায় যে, ইতালিতে বঙ্গবিদ্যা চর্চা শেষ না হয়ে পাবলিক এবং প্রাইভেট সমর্থন পেয়ে নতুন করে জেগে উঠবে।

গ্রন্থপঞ্জি

Bendix, Regina. 1997. *In Search of Authenticity: The Formation of Folklore Studies.* Madison: University of Wisconsin Press.

Dundes, Alan. 1969. "The devolutionary premise in folklore theory". *Journal of the Folklore Institute* 6.1: 5-19.

Ferrari, Fabrizio. 2002. *Oltre i Campi dove la Terra è Rossa.* Milano: Ariele.

--- . 2014. *Religion, Devotion and Medicine in North India.* The Healing Power of Sitala. London: Bloomsbury.

--- . 2012. "Mystic rites for permanent class conflict: the Bauls of Bengal, revolutionarist ideology and post- capitalism." *South Asia Research* 32.1: 21-38.

--- . 2010. *Guilty Males, Proud Females: Negotiating Genders in a Bengali Festival.* Kolkata: Seagull.

Grimes, Ron. 1981. "The Theatre of Sources." *the Drama Review* 25.3: 67-74.

Jha, Shakti Nath. 1999. *Bastubadi Baul.* Kolkata: Lok Sanskriti o Adibasi Sanskriti Kendra.

Knights, Melanie. 1996. "Migration in the New Order: the Case of Bangladeshi Migration to Rome." PhD thesis. University of Sussex.

Lorea, Carola Erika. 2015. "Learning to Swim in the River of Desire: Bhaba Pagla's Songs in Their Performative Context." PhD thesis. University of Rome Sapienza.

Moser, Hans. 1962. "Vom Folklorismus in unserer Zeit." *Zeitschrift fur Volkskunde* 58:177-209.

Openshaw, Jeanne. 2004. *Seeking Bauls of Bengal.* New Delhi: Cambridge University Press.

Priori, Andrea. 2012. *Romer probashira.* Reti sociali e itinerari transnazionali bangladesi a Roma. Rome: Meti edizioni.

Quattrocchi, Patrizia. 2003. *Il fenomeno migratorio nel comune di Monfalcone: il caso della comunità bengalese: rapporto di ricerca.* Gradisca D'Isonzo: La Grafica.

Reddy, Sudhakar. 2004. "Folklore in the Public Sphere: Reflections on contemporary Civic Society". *In Folklore, Public Sphere and Civic Society,* edited by Muthukumaraswamy and Kaushal. Delhi: IGNCA, Chennai: NFSC.

Rigon, Marino. 2010. *Amar Priyo Lalon Giti / I canti di Lalon.* Dhaka: Prantik.

Silvestri, Pietro. 2010. "Il colore del vento: la tradizione estatica e musicale dei baul del Bengala." *Molimo, Quaderni di Antropologia Culturale ed Etnomusicologia* 5: 121-140.

Tagore, Rabindranath. 1961. *La religione dell'uomo.* Firenze: Sansoni.

--- . 1998. *La religione dell'uomo.* Milano: SE.

Thielemann, Selina. 2012. *Armonie Yoga.* Savona: Laksmi edizioni.

Various authors. 2011. *Ritmi Italiani.* Kolkata.

Various authors. 2012. *Ritmi Italiani.* Kolkata.